সমকাল

20 ৮

সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ বন্ধ ঘোষণা

রোগীর মৃত্যু, হল ত্যাগের নির্দেশ

■ সমকাল প্রতিবেদক/মিটফোর্ড প্রতিবেদক
শিক্ষানবিশ চিকিৎসক ও ছাত্রদের সঙ্গে কর্মচারীদের সংঘর্ষের জের ধরে রাজধানীর স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। গতকাল একাডেমিক কাউন্সিলের সভার পর বিকেলে এ ঘোষণা দেওয়া হয়। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৭টার মধ্যে শিক্ষার্থীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে কর্তৃপক্ষের এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করে শিক্ষার্থীরা হলে অবস্থানের ঘোষণা দিয়েছেন। এদিকে চিকিৎসা না পেয়ে গতকাল দুপুরে হাসপাতাল চত্বরে রুমানা

■ পৃ. ১৩ : ক. ৪ ● ছবি পৃষ্ঠা-১২

সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ বন্ধ ঘোষণা

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

আক্তার নামে এক রোগীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। চিকিৎসাসেবা বন্ধ থাকায় গতকাল দলে দলে হাসপাতাল ছেড়েছেন ভর্তি হওয়া রোগীরা। গতকাল দিনভর দফায় দফায় বৈঠক করেও হাসপাতালের অচলাবস্থা নিরসন করতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। এ বিষয়ে মিটফোর্ড মেডিকেল কলেজের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক অধ্যাপক সৈয়দ মাহবুবুল আলম সমকালকে বলেন, রোগীদের খাবার ও চিকিৎসা কার্যক্রম বন্ধের ঘটনায় তিনি নিজেও উদ্বিগ্ন। সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

চিকিৎসা কার্যক্রম বন্ধ, রোগীর মৃত্যু : চিকিৎসা কার্যক্রম বন্ধ থাকায় গতকাল বুধবার হাসপাতাল চত্বরে রুমানা আক্তার নামে এক রোগীর মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় মুন্সীগঞ্জের সিরাজদীখান এলাকা থেকে ভ্যানে করে দুপুর পোয়া ২টার দিকে রুমনাকে মিটফোর্ড হাসপাতালে নিয়ে আসেন তার ভাই কামাল হোসেন। অসুস্থ বোনকে ভ্যানের ওপর শুইয়ে রেখে বারবার চিকিৎসকদের কাছে আকুতি জানিয়েছেন চিকিৎসার জন্য। কিন্তু চিকিৎসকদের মন গলেনি। পরে বিকেল ৩টার দিকে না ফেরার দেশে চলে যান রুমানা। বোনের নিথর দেহের পাশে দাঁড়িয়ে ডুকরে কেঁদেছেন ভাই কামাল উদ্দিন। পরে স্বজনদের সহায়তায় তাকে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক আবদুর রশিদ কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

গত সোমবার মধ্যরাতে ব্লাড ব্যাংকে রক্ত পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষানবিশ চিকিৎসক ও কর্মচারীদের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। মঙ্গলবার দু'পক্ষের দফায় দফায় সংঘর্ষে ক্যাম্পাস রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। হাসপাতালের বিভিন্ন কক্ষ এবং কর্মচারীদের কোয়ার্টার ভাঙচুর করা হয়। এ ঘটনার জের ধরে টানা দু'দিন- মঙ্গলবার ও গতকাল বুধবার বন্ধ থাকে মিটফোর্ড হাসপাতালের চিকিৎসা কার্যক্রম। মঙ্গলবার দুপুরে সকালের নাশতা সরবরাহ করা হলেও রাতে এবং গতকাল বুধবার রোগীদের কোনো খাবার সরবরাহ করা হয়নি। এতে করে গত দু'দিনে হাজার হাজার রোগী ভোগান্তির শিকার হয়েছেন। অনেকে হাসপাতাল ত্যাগ করেছেন। মুন্সীগঞ্জের সিরাজদীখানের বাসিন্দা তাজুল ইসলাম হার্নিয়া অপারেশনের জন্য তিন দিন আগে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। গতকাল বুধবার তার অপারেশন করার কথা ছিল। কিন্তু চিকিৎসা কার্যক্রম বন্ধ থাকায় অপারেশন করাতে পারেননি তিনি। পরে বিকেল ৩টার দিকে হাসপাতাল ত্যাগ করেন তিনি। একইভাবে গাইনি বিভাগের রোগী সামিয়া ও রহিমা হাসপাতাল ছেড়েছেন। ৬০০ শয্যার এ হাসপাতালটিতে ৬২১ জন রোগী ভর্তি থাকলেও চিকিৎসাসেবা বন্ধ থাকায় গতকাল তারা দলে দলে হাসপাতাল ছেড়েছেন। চিকিৎসাসেবার পাশাপাশি রোগীদের খাবার সরবরাহও বন্ধ রয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে সকালের নাশতা ও রাতে কলা-রুটি দেওয়া হলেও গতকাল দুপুর পর্যন্ত রোগীরা কোনো খাবার পাননি। হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে তিনজন চিকিৎসক অবস্থান করলেও কোনো চিকিৎসা কার্যক্রমে অংশ নেননি তারা।

চিকিৎসকরা বলেছেন, রোগীদের ভর্তি এবং চিকিৎসা কার্যক্রম করতে কর্মচারীদের প্রয়োজন। তারা কাজে যোগ না দেওয়ায় চিকিৎসা কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়েছে। অন্যদিকে চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী সমিতির সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, মঙ্গলবার হাসপাতালে অতিরিক্ত র‍্যাব-পুলিশ থাকার পরও চিকিৎসক ও ছাত্ররা মিলে কর্মচারীদের মারধর এবং কোয়ার্টার ভাঙচুর করেছে। কোনো নিরাপত্তায় কাজে যোগ দেবেন- এমন প্রশ্ন রাখেন তিনি।

গতকাল বুধবার সকাল ১১টার দিকে হাসপাতালে রোগী ও স্বজনদের কর্মচারী মনে করে ধাওয়া করে ছাত্ররা। এ সময় দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করে হাসপাতাল ত্যাগ করেন তারা। এরপর দুপুর ১২টার দিকে জরুরি ভিত্তিতে একাডেমিক কাউন্সিলের সভা আহ্বান করে কর্তৃপক্ষ। সভায় স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ও শিক্ষার্থীদের আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৭টার মধ্যে হল ত্যাগের নির্দেশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। সংঘর্ষের পরপরই গত মঙ্গলবার যৌন ও চর্ম বিভাগের অধ্যাপক শরিফুর ইসলামকে প্রধান করে পাঁচ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে দুই কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. দিলীপ কুমার ধর সমকালকে বলেন, উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে যে কোনো সময় মেডিকেল কলেজ খুলে দেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

অধ্যক্ষের এ বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ শাখা ছাত্রলীগ সভাপতি শোয়াইব-উল-ইসলাম সমকালকে বলেন, কর্তৃপক্ষ একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়ে কলেজ বন্ধ ঘোষণা করে শিক্ষার্থীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই আদেশ প্রত্যাখ্যান করেছে। অভিযুক্ত কর্মচারীরা ক্যাম্পাসে অবস্থান করবে আর শিক্ষার্থীরা হল ত্যাগ করবে, এটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় বলে জানান তিনি।